জল সংরক্ষণ সভ্যতার চাবিকাঠী— অজয় মজুমদার দ্বিতীয় পাতায়...
বাংলা রঙ্গমঞ্চ ঃ নটী বিনোদনীর নাম যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকবে— নির্মল বিশ্বাস দ্বিতীয় পাতায়...
বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলায় টিবি রোগ দূরীকরণ প্রচারাভিযান মূকাভিনয় শিল্পীদের তৃতীয় পাতায়...
সরকারি চাকুরি প্রাপ্তদের মাঠ পুজো ঢাকুরিয়ায় চতুর্থ পাতায়...

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 6 ❑ Issue 52 ❑ 16 Mar, 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
যশোহর রোড • বনগাঁ
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
M : 9733901247

গ্রুপ সি গরমিলের তালিকায় নাম উঠলো প্রাক্তণ বিধায়কের মেয়ের

প্রতিনিধি ঃ হাইকোর্টের নির্দেশে এসএসসি কর্তৃপক্ষ গ্রুপ সি পদের ও এম আর সিটে গরমিল থাকার যে তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে নাম উঠলো বাগদার প্রাক্তন বিধায়ক দুলাল বরের মেয়ের। দুলাল বরের মেয়ের নাম বৈশাখী বর। প্রাক্তন বিধায়কের মেয়ের নাম ওঠায় শাসক দল তৃণমূলের পক্ষ থেকে দুলাল বাবুর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করা হয়েছে।

এসএসসি প্রকাশিত তালিকায় দেখা যাচ্ছে ৪২৮ নম্বরে বৈশাখী বরের নাম রয়েছে। এ বিষয়ে দুলাল বাবু বলেন "পাঁচ সাত বছর আগে মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। নদিয়ায় মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলাম। ব্যারাকপুরে কোন একটি স্কুলে এসে চাকরি করে। কিভাবে চাকরি পেয়েছে তা মেয়েই বলতে পারবে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে শ্বশুর বাড়ির ভূমিকাই থাকে। দুলাল বাবুর কথায় " সারা জীবন দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছি? মেয়ের বিষয়ে কি হয়েছিল তা সরকার এবং শিক্ষা দপ্তরই বলতে পারবে।

দুলাল বাবুর মেয়ের নাম থাকায় বাগদা আঞ্চলিক তৃণমূল সভাপতি সঞ্জিত সরদার তাকে আক্রমণ করে বলেন "দুলাল বর এবং বাগদার মামা ভাগ্নে গ্রামের বাসিন্দা চন্দন মন্ডল দুজনেই শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতির ঘটনায় যুক্ত। দুজনেই চাকরি দেবে বলে লোকজনের কাছ থেকে টাকা পয়সা

421	46081616047175	BABLU SAMANTA	Download
422	56081619090928	BABU MISTRY	Download
423	16081602014635	BABUSONA MAJI	Download
424	26081608003019	BABY KARMAKAR	Download
425	26081607016631	BACHAN BARMAN	Download
426	26081608022274	BADI SARKAR	Download
427	16081601020280	BADRUNNESHA KHATUN	Download
428	56081619095155	BAISHAKHI BAR	Download
429	36081613082032	BAISHAKHI BHOWMIK	Download
430	56081619021640	BAISHALI DAS	Download
431	46081616108815	BALAI DAS	Download
432	46081617028910	BALARAM DAS	Download
433	46081617061475	BANANI MAJI	Download
434	46081615016286	BANASRI SINHA	Download

তুলেছে। চন্দনের মাধ্যমেই দুলাল বরের মেয়ের চাকরি হয়েছে। সঞ্জিতের দাবি, দুলাল বাবুকে গ্রেফতার করতে হবে। সিবিআই-ইডি যদি দুলাল বাবুকে গ্রেফতার করে জেরা করে তাহলে অনেক তথ্য সামনে চলে আসবে।"

যদিও দুলাল বাবু চন্দনের মাধ্যমে তার মেয়ের চাকরির কথা অস্বীকার করেছেন। দুলাল বাবু বলেন " চন্দন মন্ডল এর সঙ্গে আমার কোন ব্যক্তিগত যোগাযোগ নেই। পার্শ্ব শিক্ষক হিসেবে তাকে চিনতাম। তার কোন কর্মকান্ডের সঙ্গে আমি জড়িত নই।"

এদিন দুলাল বাবু পাল্টা অভিযোগ করেছেন বাগদার রামনগর এলাকার বাসিন্দা তৃণমূল নেতার ছেলে সন্তু দাস চন্দনকে টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছিল। তার নামও এই গরমিল তালিকায় রয়েছে। এলাকায় সকলেই সন্তুকে চিনতো চন্দনের পালিত ছেলে হিসেবে।

সন্তুর পরিবারের পক্ষ থেকে চন্দনের মাধ্যমে সন্তুর চাকরি পাওয়ার কথা স্বীকার করা হয়েছে। সন্তুর মা বলেন "ছেলে আগে সিভিক ভলেন্টিয়ারের কাজ করতো। অনেক চাকরির পরীক্ষা দিয়েও চাকরি পাচ্ছিল না। তখন এখানে চাকরি কেনাবেচা হচ্ছিল। জমি বিক্রি করে চন্দন মন্ডলকে টাকা দিয়েছিলাম। চাকরিও হয়েছিল। এখন শুনছি চাকরি চলে যাচ্ছে।

ডি.ওয়াই.এফ.আই কর্মীকে অপহরণের অভিযোগ, অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

প্রতিনিধি ঃ এক ডি ওয়াই এফ আই কর্মীকে অপহরণের অভিযোগ উঠল। গোপালনগর থানার ফলতা এলাকার ঘটনা। অপহৃত যুবক গোপালনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের তদন্ত শুরু হয়েছে। অপহৃত যুবক সজল ভদ্রের দাবি, তাকে অপহরণ করার ঘটনায় যুক্ত রয়েছেন বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোপা রায়।

সজল বাবুর বাড়ি বাগদা থানার বাগদা বাজার এলাকায়। তার দাবি ১লা মার্চ গোপা দেবী তাকে চাকদা রোড এর পোলতা এলাকায় দেখা করতে বলেন। সজল বাবু সেখানে তার সঙ্গে দেখাও করেন। অভিযোগ সজল বাবুকে সেখানে দাঁড়াতে বলে গোপা দেবী গাড়ি নিয়ে চলে যান। এরপরেই একদল দুষ্কৃতি এসে রাত সাড়ে আটটা নাগাদ সজল বাবুকে আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে একটি মাঠের মধ্যে নিয়ে যায়। তার কাছে ৫০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চাওয়া হয়। অভিযোগ, গোপা দেবীর মাধ্যমে দুষ্কৃতীরা তার পরিবারের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করে রাতে গোপা দেবীর হস্তক্ষেপে সোনার গহনা দিয়ে সজলবাবুকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

তৃতীয় পাতায়...

বেআইনি মাটি কারবারে রাস্তা নষ্টের অভিযোগে বিক্ষোভ

প্রতিনিধি ঃ স্থানীয় পুকুর থেকে মাটি কেটে ট্রলিতে করে বিভিন্ন এলাকায় নিয়ে যাচ্ছে মাটি কারবারিরা। আর সেই মাটি রাস্তায় পড়ে নষ্ট হচ্ছে রাস্তা। বৃষ্টির জলে রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে এলাকার বাসিন্দারা। এমনই অভিযোগ তুলে বুধবার সকালে মাটির গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখালো বাসিন্দারা। ঘটনাটি ঘটেছে গোপালনগর থানার আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পানপাড়া এলাকায়।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় চলছে মাটি বিক্রির বেআইনি কারবার। কয়েক মাস ধরে এলাকার একটি পুকুর থেকে মাটি কেটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অন্যত্র। মাটির গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করায় মাটি পড়ে এলাকার একমাত্র পিচের রাস্তা নষ্ট হচ্ছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, পানপাড়া এলাকার ওই রাস্তা দিয়ে এলাকার কয়েক হাজার মানুষ হাট-বাজার, স্কুল-কলেজে, আকাইপুর রেল স্টেশনে দৈনিক যাতায়াত করে। মাটি, গাড়ি দিনভর যাতায়াত করায় সমস্যায় পড়ছেন তারা। দিন কয়েক আগে এলাকার মানুষেরা প্রতিবাদ করলে তাদের ভয় দেখায় মাটি ব্যবসায়ীরা। এরপরেই বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। বুধবার সকালে বৃষ্টি হতেই সেই মাটির উপর জল পড়তে পিচ্ছিল রাস্তায় হাটে যাওয়ার পথে কয়েকজন চাষী দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এর পরেই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন গ্রামের বাসিন্দারা। বাসিন্দারা সাতটি মাটি ভর্তি গাড়ি আটকে বিক্ষোভ শুরু করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে গাড়িগুলি আটক করে নিয়ে যায় গোপালনগর থানার পুলিশ। বাসিন্দাদের অভিযোগ, মাটির গাড়িগুলির কোন বৈধ

তৃতীয় পাতায়...

রবিবার স্কুল চালু রাখায় তৃণমূল নেত্রী নেতাদের দাদাগিরি

প্রতিনিধি ঃ শুক্রবার সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘটের দিন স্কুল বন্ধ ছিল বাগদার কনিয়াড়া যাদব চন্দ্র হাই স্কুলে। ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠন ব্যাহত হয়। রবিবার স্কুল কর্তৃপক্ষ ক্লাসের আয়োজন করেছিলেন। ছাত্রছাত্রীরা এসেছিলেন। রান্না হয়েছিল মিড ডে মিলের।

দুটি ক্লাস হওয়ার পরেই আচমকা স্কুলে এসে চড়াও হল বাগদা পঞ্চায়েত

সমিতির সভাপতি গোপা রায়; কনিয়াড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রামেশ্বর বৈরাগী সহ তৃণমূলের লোকজন। ম্যানেজিং কমিটির অনুমতি ছাড়া কেন রবিবার স্কুল খোলা হয়েছে তা জানতে চেয়ে প্রধান শিক্ষককে তারা রীতিমতো চমকান বলে অভিযোগ। টেবিলে থাপ্পড় মারা হয়। উত্তেজিত হয়ে হুমকিও দেন বলে অভিযোগ। জোর করে এদিনের হাজিরা খাতায় শিক্ষকদের উপস্থিতি প্রধান শিক্ষককে দিয়ে কেটে দিতে বাধ্য করা হয়। এসবের জেরে এদিন টিফিন পর্যন্ত ক্লাস হয়ে বন্ধ হয়ে গেল স্কুলের পঠন পাঠন।

শুক্রবার স্কুলে শিক্ষক শিক্ষিকা পড়ুয়ারা কেউ আসেননি। ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠন বিঘ্নিত হওয়ায় প্রধান শিক্ষক অনুপম সরদার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনুমতি নিয়ে পড়ুয়াদের কাছে জানতে চান রবিবার ক্লাস করালে তারা আসবে কিনা। বেশিরভাগ পড়ুয়া স্কুলে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করায় এদিন ক্লাসের আয়োজন করা হয়েছিল। শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেরা চাঁদা তুলে এদিন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা করেছিলেন।

এদিন স্কুল চলাকালীন গোপা দেবী ও রামেশ্বর বাবু লোকজন নিয়ে স্কুলের মধ্যে চড়াও হন। গোপাদেবী বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ লঙ্ঘন করে শুক্রবার স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছিল। রবিবার সংবিধান লংঘন করে ক্লাস নেওয়া হয়েছে। স্কুল কমিটিকে পর্যন্ত জানানো হয়নি। আমরা জানতে এসেছি কার নির্দেশে প্রধান শিক্ষক এটা করলেন। প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়নি, সম্মানের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে।

প্রধান শিক্ষক অনুপম সরদার বলেন,

তৃতীয় পাতায়...

চাঁদপাড়ায় রক্তদান শিবিরে রক্ত দিলেন ৭২ জন

নীরেশ ভৌমিক ঃ রক্তের কোন বিকল্প নেই, মানুষের প্রয়োজনে মানুষকেই রক্ত দিতে হয়। তাই রক্তদান জীবন দান, রক্তদান মহৎ দান। এই আদর্শকে সামনে রেখে এক রক্তদান উৎসবের আয়োজন করে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া অল স্টার ক্লাবের সদস্যগণ। গত ১১ মার্চ ক্লাব অঙ্গনে আয়োজিত রক্তদান উৎসবের সূচনা করেন স্থানীয় ঢাকুরিয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক গোপাল চন্দ্র সাহা। উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সভাপতি ও প্রবীণ শিক্ষক দিলীপ কুমার বক্সী, সমাজকর্মী নির্মল পাল, দীপঙ্কর সরকার প্রমুখ। ক্লাবের অন্যতম কর্ণধার সমরজিৎ পাল (রানা) উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সম্পাদক শিক্ষক মিলন গাইন বিশিষ্টজনদের উত্তরীয় ও পুষ্প স্তবকে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে গ্রীষ্মের দিন রক্তের সংকট কাটাতে অল স্টার ক্লাবের সদস্যগণের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান এবং আগামী দিনেও এই কর্ম সূচী অটুট রাখার আহ্বান জানান। এদিন বনগ্রাম মহকুমা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাঙ্কের দায়িত্ব প্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ জি. পোদ্দারের নেতৃত্বে স্বাস্থ্যকর্মীগন মোট ৭২ জন স্বেচ্ছারক্তদাতার রক্ত সংগ্রহ করেন। রক্তদাতাদের মধ্যে কয়েকজন মহিলার উপস্থিতিও চোখে পড়ে। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উদ্যোক্তা ও রক্তদাতাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৬ ❐ সংখ্যা ৫২ ❐ ১৬ মার্চ, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

রবীন্দ্রনাথ ও কুসংস্কার

ঘরে বাইরে উপন্যাসে নিখিলেশের মুখে একটি সংলাপ ছিল, 'কেবল গরুই যদি অবাধ্য হয় আর যদি মোষ অবাধ্য না হয়, তবে ওটা ধর্ম নয়, ওটা অন্ধ সংস্কার।' এই একটি কথায় রবীন্দ্রনাথের সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মের নাম করে এধরনের পশুহত্যার ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ এক বিরল ব্যক্তিত্ব, যিনি সার্বিকভাবে সমস্ত কুসংস্কার আর অন্ধ ধর্মমতের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতা তাঁকে চালিত করেছে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নির্মমভাবে লেখনী চালাতে। উদাহরণ স্বরূপ মহাত্মা গান্ধীর মতো মানুষ যখন বিহারের ভূমিকম্পকে ঈশ্বরের অভিশাপ বা পাপের ফল হিসাবে অভিহিত করেছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ শুধু তার বিরোধিতাই করেননি, এই ধরনের মন্তব্য যে বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করবে, তাও স্পষ্টভাবে বলতে দ্বিধা করেননি। বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংস একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী মন্তব্য করেছেন, সৃষ্টি শুরু করা বা ব্রহ্মান্ডকে টিকিয়ে রাখার জন্য তথাকথিত ঈশ্বরের কোনও ভূমিকা নেই। রবীন্দ্রনাথ অনেক আগে বুঝেছিলেন, নাস্তিকতা কুসংস্কার বিরোধী মানসিকতার চরম রূপ। তাই ৭৮ বছর বয়সে লেখা রবিবার ছোট গল্পের নায়ক অভীক একজন ঘোর নাস্তিক। রবীন্দ্রনাথ অভীকের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, যে দেশে দিনরাত্রি ধর্ম নিয়ে খুনোখুনি, সেদেশে সব ধর্মকে মেলাবার পুণ্যব্রত আমার মতো নাস্তিকেরই। শুধু ধর্ম নয়, বিজ্ঞানের মধ্যেও যে গোঁড়ামি লুকিয়ে আছে তা আসলে অবিজ্ঞান— এ বোধ রবীন্দ্রনাথেরই।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণ, কঙ্কাল, নিশীথে এইসব বিখ্যাত ছোটগল্পগুলিকে অনেক সমালোচক নিছক ভূতের গল্প বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে গল্পগুলো পড়লে বোঝা যায়, বর্ণনাকারীর মানসিক বিভ্রমই রচনা করেছে গল্পের শরীর।

ডিএ এর দাবিতে বনগাঁয়ও ধর্মঘট পালন রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের

প্রতিনিধি ঃ শুক্রবার সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে ধর্মঘট পালন করলো রাজ্য সরকারি কর্মচারীবৃন্দ। ডিএ এর দাবিতে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা এই ধর্মঘট এর ডাক দিয়েছিল। সেই মোতাবেক শুক্রবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সদস্য সদস্যরা এই ধর্মঘট পালন করেন। তাদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবিলম্বে তাদের ডিএ দেওয়ার ব্যবস্থা করুক। তারা ৩ শতাংশ ডি.এ. অর্থাৎ ভিক্ষা চান না; তারা তাদের মৌলিক অধিকার ডিএ চান। অন্যান্য রাজ্য যেখানে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের প্রাপ্য ডিএ দিচ্ছে সেখানে দাঁড়িয়ে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যদি ডিএ না দিতে পারেন তাহলে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিন। এই বিষয়ে বনগাঁ মহকুমা আদালতে সিভিল জাজ জুনিয়র ডিভিশনের বড়বাবু গৌতম চৌধুরী বলেন, "আমরা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের ন্যায্য ডিএ পাচ্ছি না। উচ্চ আদালত এর রায় আমাদের পক্ষে গেছে, তবুও এই নির্লজ্জ সরকার আমাদের প্রাপ্য ডিএ আমাদেরকে দিচ্ছে না।

নেচার স্টাডি বা প্রকৃতি চর্চা

জল সংরক্ষণ সভ্যতার চাবিকাঠী

অজয় মজুমদার

সারা পৃথিবী জুড়েই জলের উৎসের উপর মানুষের ইচ্ছার বা অনিচ্ছার খবরদারি করছে। তখন জলের উৎসের অত্যাচারের উপর কোন প্রতিরোধ করার অনুভব আসেনি। সেদিন মানুষ বুঝতেই পারেনি একদিন এই বিশাল জলরাশিও জীব সম্প্রদায়কে বিপদের দিকে নিয়ে যেতে পারে। প্রকৃতিদেবীও কখনও কখনও জলের উৎসের উপর অত্যাচার চালিয়েছে। কোথাও হিমবাহের ঘর্ষণে সমুদ্র, খাঁড়ি বা উপসাগর তৈরি করেছে। উল্লেখযোগ্য হলো, নরওয়ের দক্ষিণ আলাস্কা ও দক্ষিণ চিলির সমুদ্র খাঁড়ি।

বেশিদূর যেতে হবে না, আমাদের রাজ্যেই গরম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র জল সংকটে ভুগতে শুরু করেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার মানুষ, বাসন্তীর গজখালি এলাকার মসজিদ বাটি ও গদখালি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ পানীয় জলের সমস্যায় পড়েছে। আফ্রিকার দেশ জাম্বিয়তে ৭৫০মি.লি. জলের দাম ও ফলের রসের দাম বারোশো কোয়াচা। তাহলে জল ও ফলের রসের দাম সমান। সেখানে গ্রামের মানুষের কষ্টের সীমা নেই। দু' কিলোমিটার থেকে পাঁচ কিলোমিটার হেঁটে গিয়ে একটা নলকুপের দেখা মেলে। সে জন্য ওরা এখনো পুকুর নদীর জল পান করে। জনস্বাস্থ্যের সচেতনতা সেভাবে ছিল না। ইদানিং কালে সচেতনতা এসেছে এইচ আইভি বা এডস এর হাত ধরে। এখন জলের অবস্থা অনেকটা আয়ত্বে এসেছে। অন্তত আগের তুলনায়। প্রকৃতি দেবী এদেশে সব কিছু দিলেও জলবন্টন ব্যবস্থায় কার্পণ্য করেছেন। সে দেশে জলের অপচয় নেই বললেই চলে। আসলে অভাব না থাকলে সম্পদের মূল্যায়ন ঠিক মতো হয় না। তাই তো আমাদের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা জুড়ে জলের অপচয় সহ্য সীমার ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। পৌরসভাগুলিও নীরব। জনসচেতনতা একেবারেই তৈরি হয়নি। যখনই জল সরবরাহ হয়, বিনা কাজে খোলা মুখ দিয়ে জল পড়ে অবিরাম। এর ফলে এই শহরে প্রতিদিন প্রায় দশ হাজার কিউসেক পরিশ্রুত পানীয় জল শুধু নর্দমায় পড়ে নষ্ট হয়।

বিশ্বজুড়ে জল বিতর্ক চলছে কয়েক বছর ধরেই। জল বন্টন নিয়ে দেশে দেশে রাজ্যে রাজ্যে অশান্তিও থেমে নেই। যেমন— বাংলাদেশের সঙ্গে তিস্তা চুক্তি, চীনের সঙ্গে ব্রহ্মপুত্র চুক্তি, তামিলনাড়ু কাবেরি বাঁধ প্রকল্প ইত্যাদি। এর ফলে মাঝে মাঝেই অশান্তির আগুন ক্রমশই বাড়তে থাকে।

জলকে সংরক্ষণ করতে না পারলে সংকট আরো বৃদ্ধি পাবে। এই ভেবে ১৯৭২ সালের সুইডেনের স্টক হোমে জাতিপুঞ্জ একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করে। সেই সম্মেলনে প্রায় সব দেশের প্রতিনিধিই যোগ দিয়েছিলেন। সম্মেলনটি চলে ১৯৭২ সালের ৫ থেকে ১৬ জুন পর্যন্ত। এই সম্মেলনের পরে ১৯৭৪ সালে জল সংরক্ষণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণীত হয়। সংবিধান ২৫১(১) ধারা অনুযায়ী ভারতবর্ষের সব রাজ্যে ও কেন্দ্রীয়শাসিত অঞ্চলগুলি এই আইন অনুমোদন করেছে। এই আইনে কেন্দ্রীয় জল পরীক্ষাগার ও রাজ্য জলপরীক্ষাগার সম্পর্কিত বিষয় বোঝানো হয়েছে। তাহলে জল সংরক্ষণের উপর সরকারি গুরুত্ব ভীষণভাবে প্রযোজ্য। তাহলেও জলের ব্যাপারে আমরা সেই তিমিরেই এই পড়ে আছি। রাজ্যে রাজ্যে নদী বিরোধ রয়েছে, জলকে সুষ্ঠু ব্যবহার করাও ভীষণ প্রয়োজন। জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে এগিয়ে এসেছে অনেক দেশ। বহুমুখী প্রকল্পের মাধ্যমে জলের বহুবিধ ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে। প্রকৃত মূলধন বিনিয়োগ করে নদী প্রবাহকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এনে মানুষের কল্যাণে লাগানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যেমন আমেরিকার টেনেসি নদীতে, টেনেস ভ্যালি অথরিটি তৈরি হয়েছে। রাশিয়ার ভলগা, চীনের হোয়াংহো, ভারতের দামোদর ও ভাকরা নাঙ্গাল, ইন্দোনেশিয়ার আশাহান, ঘানার ভোল্টা, ইজিপ্টের নীলনদের উপর আসোয়ান এবং আফ্রিকার জাম্বেজি নদীর উপর জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে উৎপন্ন বর্জ্য জলের বার্ষিক পরিমাণ ২৮ কোটি ৬০ লক্ষ টন ঘন মিটার ও এই পরিমাণের ৬৭ শতাংশ আসে গৃহস্থালি হতে, আর বাকি ৩৩ শতাংশ আসে শিল্প ক্ষেত্র থেকে। এই জন্য বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী দীর্ঘস্থায়ী লাভের জন্য জাতীয় জলনীতি গ্রহণ করা ভীষণ জরুরি হয়ে পড়েছে। শুধু তাই-ই নয়, জল ব্যবহারের বিভিন্ন বিষয়গুলিকে এক সূত্রে বাঁধার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জলপ্রপাত, ভৌমজল, দূষণ রোধ ব্যবস্থা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলপথ পরিবহন, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতি ও জল বন্টন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে না আনতে পারলে জল নিয়ে শুধু রাজনীতি করা হবে। আগামী দিনে জল নিয়ে শুধু রাজনীতিই করা হবে। আগামী দিনে জলনীতি আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসাবে প্রকট ভবে দেখা দেবে।

এ রাজ্যে এমন জেলা রয়েছে যেখানে এক বালতি জল আনতে ১০ কিলোমিটার পথ হাঁটতে হয়। মাটি খুঁড়তে হয়, এসব দৃশ্য বছর বছর আমরা দেখে আসছি। সেই নির্জলা গ্রামে জল পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি জলকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

জলকে সুষ্ঠু ব্যবহার করা ও জলকে দূষণমুক্ত করার সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পাঠ্যক্রমে আনা প্রয়োজন। সচেতনতা প্রয়োজন অপচয় রোধেও। জলের উপর পৃথক পৃথক পাইলট প্রজেক্ট করে সর্বশিক্ষা অভিযানের মাধ্যমে ছোটবেলা থেকেই জলের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে হবে। জলকে কেন্দ্র করেই যেমন একদিন সভ্যতা এসেছিল, তেমনি হয়তো জলের অভাবেই একদিন সভ্যতার মৃত্যু ঘটবে। সেদিন কিন্তু আর বেশি দূরে নেই।

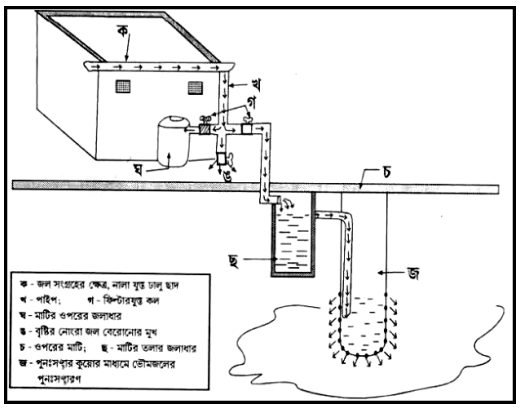

বাংলা রঙ্গমঞ্চ ঃ নটী বিনোদনীর নাম যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকবে

এক নটী হলেন মঞ্চ সাম্রাজ্ঞী। যিনি নিজের জীবন, যৌবন বাঁধা রেখেছিলেন থিয়েটারের কাছে। থিয়েটার তাঁকে দিয়েছে অমরত্ব, আর দিয়েছে অপবাদ ও প্রতারণার গোলাপ উপহার। সেই অমর মঞ্চ সাম্রাজ্ঞীকে নিয়ে কলম ধরলেন— নির্মল বিশ্বাস

ঊনিশ শতকের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা ছিলেন পুরুষদের হাতের পুতুল। শিক্ষা, অধিকার, সামাজিক সুযোগ-সুবিধা কিছুই তাঁদের ভাগ্যে জোটেনি। আজ থেকে দেড়শ বছর আগের এক নটীর কাহিনি নিয়ে আজও বাঙালিকে ভাবায়। ছিল তাঁর অভিনয় গুণ, আবার তাঁর লেখায় মানুষকে কাঁদায়, হাসায়। আজ থেকে মাত্র বিরাশি বছর আগে— অনাদরে, অবহেলায়, অপমানে মরে ভূত হয়ে যাওয়া এক নটীর কথা জানতে কেন মানুষের এতো আগ্রহ।

তিনি ছিলেন বিনোদনী দাসী। সে যুগের একজন গ্ল্যামার সম্রাজ্ঞী। তাঁর নায়িকা সুলভ বিহঙ্গ, তাঁর অভিনয় কুশলতা, তাঁর রূপসজ্জা দক্ষতা, সবকিছুই কিংবদন্তী। কিন্তু ইতিহাস তাঁকে কিংবদন্তী করেছে পুরুষতন্ত্রের নিষ্ঠুর মঞ্চ-রাজনীতির এক আবেগে। বিনোদিনী বাংলা থিয়েটারকে ভালোবাসতেন বলেই এই রমণীকে একসময় এক বিশেষ পুরুষের 'শয্যাসঙ্গিনী' হতে হয়েছিল। ইতিহাস তার সাক্ষী। তিনি নিজেও অকপটে সে কথা তাঁর নিজের লেখা আত্মজীবনী 'আমার কথা'-তে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

সেদিনের বিনোদিনী আজও আমাদের মধ্যে বেঁচে আছেন। সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী হিসেবে নয়, 'স্টার থিয়েটার' গড়ে তোলার পেছনে তাঁর অসামান্য অবদানের কারণে। প্রখ্যাত ব্যবসায়ী গুর্মুখ রায় (শেঠ) টাকা দিয়ে বিনোদিনীকে কিনতে চেয়েছেন, সেই টাকা ফিরিয়ে দিয়ে থিয়েটারের জন্য লগ্নি চেয়ে ইতিহাসে পাকা আসন পেয়েছেন বিনোদিনী। এই হল তাঁর আত্মবলিদানের রোমাঞ্চকর অধ্যায়।

অতি সাধারণ এক নটী। অভিনয় করতে এসে তিনি নামী দামি মানুষের পাশে থেকে নিজেও একদিন নামী-দামী হয়ে উঠলেন। এই অভিনেত্রীর জীবনে ওঠা-পড়ার মধ্যে— একজন নারীরা যা কিছু প্রয়োজন থাকে, সব উপাদানই তাঁর (বিনোদিনী) ভরপুর ছিল। যেমন, সেক্স-ভায়োলেন্স, খ্যাতি-কুখ্যাতি, সমাজের শাসন বনাম স্বেচ্ছাচার। অথচ, 'এক ফুল-বহু মালি' দেখা গিয়েছিল তাঁর জীবনে। তিনি স্বেচ্ছাচার মুক্ত থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বহু অপবাদ কুড়িয়ে গিয়েছেন। জীবনে সুখ-শান্তি তো দূরের কথা। তিনি তা পাননি। তিনি পেয়েছেন স্বয়ং ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রাণঢালা আশীর্বাদ। বিনোদিনী 'চৈতন্যলীলা' অভিনয়কে পাথেয় করে আজও বিখ্যাত হয়ে আছেন।

সে ছিল কোঠাওয়ালী বাইজিদের মতো, বাংলার নটী বিনোদিনীর জীবনও এমন এক রংমশাল, যাতে মশলা আছে বলেই রং চড়াতে সুবিধা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত পুরুষদের সুবিধে হয়েছে সাফাই গাইতে। নিজের সুবিধেও মনোমতো যুক্তিতে বিনোদিনীর জ্বালাময়ী জীবনকে ব্যাখ্যা করতে ঠিক যেমনটি করেছিলেন বিনোদিনীর 'গুরুদেব' ও নায়ক গিরিশচন্দ্র ঘোষ। যাঁকে তিনি প্রধান ও বড় আসনে বসিয়েছেন।

বিনোদিনীকে নিয়ে অনেকেই লিখেছেন। অনেকে আবার নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ভেবেছেন তাঁকে। কী আশ্চর্য! পুরুষ! আর তাঁকে দেখার চোখটাও যে পুরুষেরই। সেজন্যই ব্যতিক্রম হয়েছে বারবার। 'বিনোদিনীর আত্মজীবনী' যাঁরা যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা কখনই বিনোদিনীর জায়গা থেকে দেখার চেষ্টা করেননি কেউই। অথচ বিনোদিনীকে নিয়ে অনেকেই নানাভাবে রঙ চড়িয়ে লিখেছেন। অথচ, বাংলা থিয়েটারে বারবার এসেছেন বিনোদিনী, চলচ্চিত্রেও, এমনকী বাংলা মেগা সিরিয়ালেও। কয়েক মাস ধরে

উপভোগ করেছেন মানুষ। তবে, বিনোদিনীকে নিয়ে বড় মাপের কাজ করে দেখিয়েছেন পালাসম্রাট ব্রজেন দে। তাঁর রচিত 'নটী বিনোদিনী' পালাখানি অমরত্ব পেয়েছে কেবলমাত্র বীণা দাশগুপ্তের অভিনয়ের গুণে। আশ্চর্য হয়ে যাই, পালাকার ব্রজেন দে রচিত 'নটী বিনোদিনী' যাত্রাপালাটি উৎকৃষ্ট মানের হলেও 'নটী বিনোদিনী'র প্রকৃত জীবনী চরিত স্পষ্ট নয়।

চলবে...

বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলায় টিবি রোগ দূরীকরণ প্রচারাভিযান মূকাভিনয় শিল্পীদের

নীরেশ ভৌমিকঃ টি বি দিবস উপলক্ষে দেশ থেকে টি বি বা যক্ষা রোগ দূরীকরনে

প্রচারাভিযানে পথে নেমেছেন ঠাকুরনগর মাইম একাডেমী অফ কালচার এর মূকাভিনয় শিল্পীগণ। বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা কর্তৃপক্ষের আহ্বানে ১৭ মার্চ থেকে বসিরহাট মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে যক্ষা রোগ দূরীকরেন মূকাভিনয়ের মাধ্যমে প্রচার চালাবেন। জেলা স্বাস্থ্য দফ্তরের ব্যবস্থাপনায় সপ্তাহ ব্যাপী এই কর্মসূচী চলবে। ঠাকুরনগর মাইম একাডেমী অফ কালচারের সম্পাদক বিশিষ্ট মূকাভিনেতা চন্দ্রকান্ত শিরালী জানান, বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার আহ্বানে তাঁদের সংস্থার শিল্পীগণ মূকাভিনয় এর মাধ্যমে টি বি রোগ সম্পর্কে এবং এই রোগ দূরীকরণে সাধারন মানুষজনকে সচেতন করবেন। চন্দ্রকান্তবাবু জানান, বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার বাদুড়িয়া, স্বরূপনগর, হাসনবাদ, মিনাখাঁ, ন্যাজাট, সন্দেশখালি, টাকি, যোগেশগঞ্জ ইত্যাদি এলাকায় প্রচারাভিযান চলবে। আগামী ২৪ শে মার্চ অবধি এই কর্মসূচী চলবে বলে শ্রী শিরালী আরোও জানান।

এসসিএসটি এ্যাসোসিয়েশনের বসন্ত উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরের মতো এবারও দোল উৎসব উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানে মেতে উঠেছিলেন চাঁদপাড়া সানা পাড়ার অন্যতম সমাজসেবি সংগঠন চাঁপাড়ার এস সি, এস, টি ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সদস্যাগণ। ৬ মার্চ অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংস্থার সদস্যগণ সহ পাড়ার বাসিন্দারাও যোগ দেন। ছোট-বড় সকলে - সংগীত আবৃত্তি ও সমকে ও একক নৃত্যে অংশ গ্রহন করেন।

পরদিন সকালে কবি গুরুর সংগীত ও নৃত্য পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে সমবেত সকলে রঙ খেলায় মেতে ওঠে। সমবেত সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠানে মুখরিত হয়ে ওঠে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গন, সংগঠনের কর্ণধার শিক্ষক মলয় সানা জানান, মধ্যাহ্ন উপস্থিত সকলে পংক্তিভোজনে মিলিত হন।

সংস্কৃতি কেন্দ্রের নাট্য মিলন উৎসব

প্রতিনিধি ঃ সম্প্রতি গোবরডাঙা সংস্কৃতি কেন্দ্র পালন করল তাদের এ বছরের নাট্য মিলন উৎসব। প্রথাগত ভাবে বিশিষ্ট অতিথি বর্গের উপস্থিতিতে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমির হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমির সদস্য আশিষ চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট নাট্যকার ও অভিনেতা আশিষ দাস, এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক অভীক ভট্টাচার্য্য, সমাজ সেবক এবং প্রাক্তণ পৌরপিতা সুভাষ দত্ত, বিশিষ্ট সমাজ সেবক বাসুদেব কুন্ডু, বিশিষ্ট সাংবাদিক মাননীয় নীরেশ ভৌমিক, কলকাতা আকাশবাণীর পক্ষ থেকে রফিউদ্দিন মহাশয়, নাট্যকার ও শিক্ষক সঞ্জয় গাঙ্গুলি, স্বপন কুমার দাস, ইন্দ্রজিৎ আইচ, পাঁচুগোপাল হাজরা প্রমুখ। গোবরডাঙা নাবিক নাট্যমের পক্ষ থেকে সকল অতিথি ও সাংবাদিকদের বরণ করে নেওয়া হয়। সদ্য প্রায়ত সংবাদিক মাননীয় রাসমোহন দত্তের ছবিতে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলী অর্পণ ও মাল্যদান করেন বিশিষ্ট অতিথিরা। নাট্য মিলন উৎসবের প্রথম দিনে প্রথম নাটক পরিবেশন করে গোবরডাঙা নাবিক নাট্যমের শিশু কিশোর নাট্য কর্মশালা বিভাগের শিক্ষার্থীদের 'তিনুর কিসসা'। যা দর্শকের সামনে এক নতুন দৃষ্টি আকর্ষণের বিষয় হয়ে ওঠে। পরবর্তী নাটকটি ছিলো স্বাধীনতা কাকে বলে; পরিবেশন করেন 'বেলঘরিয়া অঙ্গন', শেষ নাটক 'লাঠি' পরিবেশন করে গোবরডাঙা নাবিক নাট্যম। মোহিত চট্টোপাধ্যায় এর রচনা এবং জীবন অধিকারীর সুনিপুণ নির্দেশনায় নাটকটি দর্শকের কাছে মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে এবং দর্শকের প্রশংসা লাভ করে। দ্বিতীয় দিনে গোবরডাঙা নাবিক নাট্যম উপস্থাপন করে স্বাধীনতার ৭৫বছরের উপর একটি কোলাজ, যার সমগ্র ভাবনায় ছিলো অবিন দত্ত এবং রাখী বিশ্বাস। বিভব নাট্য একাডেমির 'স্বপ্ন স্বদেশ', ইছাপুর আলেয়ার নাটক 'স্পর্শ'। তৃতীয় দিনে সেমিনার বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য গবেষক সঞ্জয় গাঙ্গুলি, নির্দেশক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও নাট্য সমালোচক অভীক ভট্টাচার্য। সেমিনারের বিষয় ছিলো থিয়েটার ইন এডুকেশন। সমগ্র সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন নীলাদ্রি শেখর কাঞ্জিলাল। তৃতীয় দিনে নট এ স্টোরিটেলার নাটক 'দুই পাখির ইচ্ছে পূরণ', দত্তপুকুর দৃষ্টির নাটক 'জোনাকিরা' এবং গোবরডাঙা নাবিক নাট্যমের নাটক 'পাখি' দর্শক মহলে উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। তৃতীয় দিনের শেষ প্রযোজনা ছিলো মছলন্দপুর ইমন মাইম সেন্টারের, তারা পরিবেশন করেন আলিবাবা।

বাইক দুর্ঘটনায় প্রয়াত জীবন বীমা কর্মী বিলু প্রসাদ

নীরেশ ভৌমিকঃ গত ১২ মার্চ সন্ধ্যায় মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় প্রান হারান চাঁদপাড়ার বাসিন্দা ভারতীয় জীবন বীমা নিগম এর বনগাঁ শাখার কর্মী বিলু প্রসাদ দাস (৫২)। এদিন সন্ধ্যায় তিনি চাঁদপাড়া ঝাউডাঙা সড়ক ধরে হেঁটে আসছিলেন। ছেকাটি শনি মন্দিরের নিকট দ্রুত গতিতে আসা একটি মোটর বাইক নিয়ন্ত্রন হাবিয়ে বিলু বাবুকে

সজোরে ধাক্কা মারে। বিলুবাবু মারাত্মকভাবে আহত হন। স্থানীয় মানুষজন সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে চাঁদপাড়া বাজারে চিকিৎসক প্রভাষ মণ্ডলের কাছে নিয়ে আসেন। প্রভাষ বাবু প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর হাসপাতালে যাবার পরামর্শ দেন। কলকাতা যাবার পথে তাঁর অবস্থার অবনতি হতে থাকলে মধ্যমগ্রামের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয়। সেখানেই মধ্যরাতে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরদিন সকালে বিলুবাবুর মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলেকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। গাইঘাটা ব্লক-১ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এ্যাডভোকেট পার্থপ্রতিম রায় শোক স্বব্ধ পরিবার পরিজনকে সমবেদনা জানিয়ে বলেন, দলের বনগাঁ দক্ষিনের সহ সভাপতি বিলুবাবুর আকস্মিক প্রয়াণে দলের অপূরনীয় ক্ষতি হল। দুর্ঘটনায় আহত বাইক চালকও মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানা গেছে।

রাস্তা নষ্টের অভিযোগে বিক্ষোভ

প্রথম পাতার পর

কাগজপত্র নেই। চালকেরা সব অনভিজ্ঞ অল্পবয়স্ক। প্রশাসনের একাংশের মদতেই চলছে বেআইনি মাটি বিক্রির কারবার।

এদিন বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে যোগ দেন আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সৌমিত্র দাস। তিনি বলেন, ''এই এলাকায় মাটির কালো বাজারে চলছে দীর্ঘদিন ধরে। আমরা প্রতিবাদ করলেও কানে তুলছেন না প্রশাসনিক কর্তারা। বাধ্য হয়েই গ্রামবাসীরা আজকে গাড়ি আটকে বিক্ষোভ শুরু করেছে।''

এ বিষয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতা বিকাশ ঘোষ বলেন, 'তৃণমূল নেতাদের মদতেই বেআইনি মাটির কারবার চলছে। এলাকার মানুষ প্রতিবাদ করলে তাদের ভয় দেখানো হয়। অবিলম্বে এই মাটির কারবার বন্ধ করতে হবে। এ বিষয়ে বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ তথা গোপালনগর ব্লক তৃণমূল সভাপতি সৌমেন দত্ত বলেন "যারা মাটির কারবার করে তারা তৃণমূলের কেউ নয়। তৃণমূল কখনো বেআইনি কাজে প্রশ্রয় দেয় না। রাস্তায় মাটি পড়লে অবশ্য পিচের রাস্তা নষ্ট হয়। অবশ্যই বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে দেখব।''

তৃণমূল নেত্রী নেতাদের দাদাগিরি

প্রথমপাতার পর...

"ছাত্র-ছাত্রীদের অনুমতি নিয়েই আমরা হৃদয় থেকে এদিন স্কুল খুলেছিলাম। টেকনিক্যালি হয়তো কিছু ভুল হয়ে থাকতে পারে। শনিবার রবিবার শিক্ষা দপ্তর বন্ধ থাকায় লিখিতভাবে অনুমতি নিতে পারিনি। তবে আমাদের উদ্দেশ্য তো ছাত্রীদের পঠন পাঠন করানোই ছিল। স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতিকে জানানো হয়েছিল।''

যদিও তার কাছ থেকে কোন অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে দাবি করেছেন ভূল পরিচালন সমিতির সভাপতি ব্রজেশ্বর দাস।

তবে এদিন সকালে স্কুলে এসে খুশি ছাত্র-ছাত্রীরা। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীদের কথায় "রবিবার এই প্রথম স্কুল করলাম। রবিবার বন্ধু বান্ধবীদের সঙ্গে দেখা হয় না। এদিন দেখা হল, একসঙ্গে পড়াশোনা করলাম, মজাও করলাম।

এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে বিজেপি। বিজেপি নেতা শিশির হাওলাদার বলেন, "শিক্ষকরা মহৎ উদ্যোগ নিয়েছেন। শুক্রবার স্কুল বন্ধ থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের যে ক্ষতি হয়েছিল তা পূরণ করার চেষ্টা করল রবিবার দিন স্কুল করে। তৃণমূলরা স্কুলে ঢুকে পঠন পাঠন বন্ধ করল। ওরা শিক্ষা ক্ষেত্রে কি করেছে এটা রাজ্যের মানুষ দেখছে। ওরা চায় না ছেলে মেয়েরা শিক্ষিত হোক, সবকিছু জানুক। তাই স্কুলে ঢুকে তান্ডব চালিয়ে পঠন-পাঠন বন্ধ করে দিল।

অপহরণের অভিযোগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

প্রথমপাতার পর...

ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে তিনি বাড়ি ছাড়া। এ বিষয়ে বিজেপি নেতা দেবদাস মন্ডল বলেন, "বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির যিনি সভাপতি তিনি বর্তমানে বাগদা বিধানসভার তৃণমূলের বিন্দু মাসি হয়েছেন। যিনি অপহরণ হয়েছিলেন তিনি বলছেন, তার অপহরণ হওয়া এবং সর্বস্ব দিয়ে দেওয়া মধ্যস্থতাকারী ওই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। পুলিশের তদন্ত করে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।''

অভিযোগ অস্বীকার করেছেন গোপা দেবী। তিনি বলেন, "বহু মানুষকে চাকরি দেওয়ার নাম করে সজল প্রায় ৪ কোটি টাকা তুলেছে। পাওনাদাররা কি তাকে ছেড়ে দেবেন? আমাকে সমস্যা মিটিয়ে দিতে বলেছিল। আমি পরিষ্কার বলে দিয়েছিলাম— এই সব দুর্নীতির সঙ্গে আমি থাকবো না। তবে পয়লা মার্চ সজলের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমাকে বারবার ফোন করে বনগাঁ দেখা করে। ওকে বলেছিলাম— বাড়ি পৌঁছে দেবো ওকে। কিন্তু ও জানিয়েছিল পরে যাবে। আমি বাড়ি চলে যাই। তারপরে কি ঘটনা ঘটেছিল আমি জানিনা। এ বিষয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, ''পুলিশ অভিযোগের তদন্ত করে দেখুন সত্য মিথ্যা কি আছে।''

ইমন নাট্যমেলা- ২০২৩

পরিচালনায়-

মছলন্দপুর ইমন মাইম সেন্টার

রেজিঃ নং- এস/১এল/৩১৭১৫

স্থান ঃ- পদাতিক মঞ্চ মছলন্দপুর, উঃ ২৪ পঃ, পশ্চিমবঙ্গ

আর্থিক সহযোগিতা ঃ সংস্কৃতি মন্ত্রক, ভারত সরকার

আলাপন ঃ- ৯৭৩৫৪৮৯৩০২/৯৮০০২৯৬২৪৫

অনুষ্ঠান সূচী

২৭শে মার্চ, ২০২৩ সোমবার সময়ঃ- বিকাল ৫টা

উদ্বোধন- শ্রী অভিজিৎ চ্যাটার্জী
(Program Controller of EZCC , Kolkata)

অতিথিঃ- রফি উদ্দিন, (আকাশবাণী কলকাতা),
পদ্মশ্রী নিরঞ্জন গোস্বামী, আশিষ চ্যাট্টার্জী (নাট্য নির্দেশক), অজিত সাহা (নাট্যব্যক্তিত্ব),
বিষ্ণু বসু (সমাজসেবী), তাপস ঘোষ (১নংমছলন্দপুর, পঞ্চায়েত প্রধান),
নিলেশ ভৌমিক (সাংবাদিক), ইন্দ্রজিৎ আইচ (সাংবাদিক), মোঃ কামরুল হাসান খান
(নাট্য গবেষক-বাংলাদেশ) সুভাষ বণিক (শিক্ষক), অসীম পাল (আই.সি- গোবরডাঙ্গা থানা),
রাখেহরি ঘোষ (ও.সি- মছলন্দপুর তদন্তকেন্দ্র)।

- নাটক- একটি ক্ষুদ্র বন্য গপ্পো - ইমন মাইম সেন্টার নির্দেশনা-জয়ন্ত সাহা
- নাটক- স্বার্থপর- বিন্যাস ও নির্দেশনাঃ আশিস দাস (গোবরডাঙ্গা নকসা)
- নাটক- প্ল্যাটফর্ম - মুকুলিকা গানের স্কুল,নির্দেশনা-অনিমা মজুমদার
- মূকাভিনয় - ঠাকুরনগর থিয়েট্রিকস্, নির্দেশনা-জগদীশ ঘরামী
- মূকাভিনয় - রিজোয়ান রাজন,বাংলাদেশ প্যান্টোমাইম মুভমেন্ট

২৮শে মার্চ, ২০২৩ মঙ্গলবার সময়ঃ- বিকাল ৫টা

- নাটক- বিভেদ নাই -গোবরডাঙ্গা চিরন্তন,নির্দেশনা- অজয় দাস
- নৃত্য- নৃত্যালোক, নির্দেশনা- সঞ্চিতা সেন
- নাটক- স্বাধীনতা কাকে বলে -বেলঘরিয়া অঙ্গন, নির্দেশনা-অভি সেনগুপ্ত
- নাটক- কৃহক তন্ত্র- ভাটপাড়া আরণ্যক থিয়েটার গ্রুপ,নির্দেশনা-সঞ্জয় আচার্য

২৯শে মার্চ, ২০২৩ বুধবার সময়ঃ- বিকাল ৫টা

- ক্যারাটে- AISSKA নির্দেশনা- স্বরাজ হাওলাদার
- নৃত্য- ছন্দাবলী, নির্দেশনা - চন্দনা রায়
- আবৃত্তি - অনুশীলা কাব্যগীতি, নির্দেশনা - অনন্যা চক্রবর্ত্তী
- মূকাভিনয় - শতকমল মাইম সেন্টার, নির্দেশনা - কমল মন্ডল
- নাটক- পাখি- গোবরডাঙ্গা নাবিক নাট্যম, নির্দেশনা- জীবন অধিকারী
- গীতি নৃত্যনাট্য- আলিবাবা- ইমন মাইম সেন্টার, নির্দেশনা-ধীরাজ হাওলাদার

৩০শে মার্চ, ২০২৩ বৃহস্পতিবার সময়ঃ- বিকাল ৪টায় পুরস্কার বিতরণ

প্রতিযোগিতা

২৮শে মার্চ, ২০২৩ মঙ্গলবার

-ঃ সকাল ১০টা ঃ-
অঙ্কন প্রতিযোগিতা
বিভাগ - ক (অনূর্দ্ধ ৮ বছর) বিষয় - যেমন খুশী তেমন
বিভাগ - খ (অনূর্দ্ধ ১২ বছর) বিষয় - যেমন খুশী তেমন
বিভাগ - গ (অনূর্দ্ধ ১৬ বছর) বিষয় - পরিবেশ সচেতনতা
(কেবলমাত্র ড্রয়িং পেপার দেওয়া হবে)

-ঃ বেলা ১২টা ঃ-
নৃত্য প্রতিযোগিতা
বিভাগ - ক (অনূর্দ্ধ ১০বছর)
বিষয়- রবীন্দ্রনাথের ছড়ার বা প্রকৃতি পর্যায়ের গান,
বিভাগ - খ (অনূর্দ্ধ ১২বছর)
বিষয়- রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের গান
বিভাগ - গ (অনূর্দ্ধ ১৬বছর)
বিষয়- রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের গান

বিঃ দ্রঃ কোন রিমেক গান গ্রাহ্য হবেনা।
ডিস্ক বা পেনড্রাইভে গান সেট করে আনতে হবে।

২৯শে মার্চ, ২০২৩ বুধবার

-ঃ সকাল ১০টা ঃ-
আবৃত্তি প্রতিযোগিতা
বিভাগ - ক (অনূর্দ্ধ ৮বছর)
বিষয়- সুকুমার রায় বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা,
বিভাগ - খ (অনূর্দ্ধ ১২বছর)
বিষয়- নজরুল ইসলাম বা সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা
বিভাগ - গ (অনূর্দ্ধ ১৮ বছর)
বিষয়- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা নজরুল ইসলাম
বা সুকান্ত ভট্টাচার্য -এর যে কোন কবিতা
বা কবি জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা কবিতা
রাজার রাজা (রাজা রামমোহন রায়)

-ঃ দুপুর ১২.৩০ টাঃ-
সঙ্গীত প্রতিযোগিতা
বিভাগ - ক (অনূর্দ্ধ ৮ বছর)
বিষয় - রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায় বা ছড়ার গান বা নজরুল গীতি
বিভাগ - খ (অনূর্দ্ধ ১২ বছর)
বিষয় - রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের স্বদেশ পর্যায়ের গান।
বিভাগ - গ (অনূর্দ্ধ ১৮ বছর)
বিষয় ঃ দ্বিজেন্দ্রলাল বা
অতুলপ্রসাদ বা রজনীকান্ত বা যে কোন দেশাত্মবোধক গান

যেকোনো প্রতিযোগিতায় নাম লেখাতে ও প্রতিযোগিতার ফলাফল জানতেযোগাযোগ করবেন ঃ
(+ 9832260657
বিঃ দ্রঃ- সাংস্কৃতিক বিভাগে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে অবশ্যই নামের সঙ্গে বয়সের প্রমাণপত্র জমা দিতে হবে।

মায়াপুরে অনুষ্ঠান করে এল ইমন মাইম

সঞ্জিত সাহা ঃ বিগত বৎসরের মতো এবারও গৌর পূর্ণিমা উপলক্ষে নদীয়ার মায়াপুরের ইসকন মন্দিরে অনুষ্ঠান করে এল মছলন্দপুরের ঐতিহ্যবাহী ইমন মাইম

সেন্টারের সদস্যারা। ইস্কন মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ইমন এর কুশীলবগণ মঞ্চস্থ করেন তাঁদের নবতম প্রযোজনা মূকাভিনয় 'লেটস্ থিঙ্ক'।

সংস্থার প্রাণ পুরুষ বিশিষ্ট মূকাভিনেতা ধীরাজ হাওলদারের নির্দেশনায় নাটকটিতে ২৫ জন মূকাভিনেতা অংশ গ্রহন করেন। প্রযোজনাটিতে বর্তমান সমাজের বাস্তব কিছু ঘটনা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন পরিচালক ধীরাজবাবু। মূলতঃ বর্তমান সময়ে যুব সমাজের অবক্ষয় এবং তা থেকে উত্তরনের উপায় অনুসন্ধান করার প্রয়াস চালানো হয়েছে নাটকটিতে বিশিষ্ট পরিচালক ও অভিনেতা ধীরাজ বাবুর সুচারু পরিচালনায় জয়ন্ত সাহার আবহ এবং ধর্মপতি মণ্ডলের আলো প্রক্ষেপন প্রযোজনাটিকে সমবেত দর্শক সাধারনের মনের মনিকোঠায় পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। নাটকটির উল্লেখযোগ্য চরিত্রে অনুপন মল্লিক, ইন্দ্রজিৎ দত্ত বনিক, সায়ন প্রামানিক, বিষ্ণু রায়, পূজা মণ্ডল ও সুখেন্দু বিশ্বাসের প্রাণবন্ত অভিনয় প্রশংসার দাবি রাখে। বলা চলে ইমন মাইমের সাম্প্রতিক প্রযোজনা ' লেটস্ থিঙ্ক' একটি অন্যতম সার্থক প্রযোজনা।

সংস্কৃতি কর্মশালা

নীরেশ ভৌমিক ঃ অন্যান্য বছরের মতো এবারও বার্ষিক উৎসবের আগে বার্ষিক সাংস্কৃতিক কর্মশালার আয়োজন করে ঠাকুরনগর মাইম একাডেমী অফ কালচার। সংস্থা প্রাঙ্গণের জানকি মঞ্চেপ্রদীপ প্রোজ্জ্বলন করে সপ্তাহব্যপী আয়োজিত কর্মশালার সূচনা করেন প্রাক্তন সাংসদ ড. অসীম বালা, উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি প্রেমী বিদ্যুৎ মণ্ডল, বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ঝর্ণা মণ্ডল প্রমুখ। সংস্থার সম্পাদক পুরস্কার প্রাপ্ত মূকাভিনেতা চন্দ্রকান্ত শিরালী উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। শ্রী শিরালী জানান, সপ্তাহ ছাড়াও সংগীত ও নৃত্যের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহন চলবে। প্রশিক্ষক হিসেবে থাকছেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব তপন দাস, সংগীত শিক্ষিকা ঝর্ণা মণ্ডল, দীপঙ্ক র মজুমদার, স্বনামখ্যাত মূকাভিনয় শিল্পী ধীমান সমাদ্দার প্রমুখ। কর্মশালায় উপস্থিত প্রশিক্ষনার্থীগণের মধ্যে বেশ উৎসাহ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। একাডেমীর কর্ণধার চন্দ্রকান্তবাবু জানান, আগামী ১০ মার্চ থেকে সংস্থার ৩ দিন ব্যাপী আয়োজিত বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

সরকারি চাকুরি প্রাপ্তদের মাঠ পুজো ঢাকুরিয়ায়

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছর গুলিরমতো এবারও চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া হাই স্কুল মাঠে কালীপুজোর আয়োজন করে বছর ভর স্কুল মাঠে প্রাক্টিস করে চাকুরি পাওয়া যুবক-যুবতীরা। গত ১১ মার্চ শনিবার প্রশিক্ষক দীপঙ্কর দাসের নেতৃত্বে পুলিশ, মিলিটারি, বি, এস, এফ, ইত্যাদি আট বাহিনীতে চাকুরি পাওয়া ব্যক্তিগন সাড়ম্বরে পুজোর আয়োজনে মেতে ওঠেন। স্কুল মাঠে সুসজ্জিত পুজো মন্ডপে সন্ধ্যায় চাঁদপাড়া বাজার থেকে শোভাযাত্রা সহকারে প্রতিমা নিয়ে আসেন উদ্যোক্তারা। পুজো ও অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তুলতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন মাঠে নিয়মিত প্রাক্টিস করা যুবক যুবতী -সহ স্থানীয় মানুষজন।

সন্ধ্যে থেকে এলেকার বহু মানুষ পুজো প্রাঙ্গনে এসে উপস্থিত হন। ছিলেন ঢাকুরিয়া হাই স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি ও স্থানীয় পঞ্চায়েত -সদস্য কাজল ঘোষ, সমাজকর্মী রিন্টু চক্রবর্তী, সজল ঘোষ(টিনু) প্রমুখ পুজো করেন শিক্ষক বিশ্বরূপ চক্রবর্তী। উদ্যোক্তারা উপস্থিত সহস্রাধিক মানুষকে খিচুড়ি প্রসাদে

আপ্যায়িত করেন। পুজোকে ঘিরে সমবেত তরুন তরুনীদের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা সংগীত ও উদ্দাম নৃত্য পরিলক্ষিত হয়।

বিশ্বশান্তি ও মানব কল্যাণে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ঢাকুরিয়ায়

নীরেশ ভৌমিক ঃ পঞ্চম দোল উপলক্ষে আগামী ১২ মার্চ চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়ায় শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ ও জগগানন্দ মন্দির অঙ্গনে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান। অন্যতম কর্ণধার ভক্তপ্রান প্রকাশ চন্দ্র বিশ্বাস জানান, বিশ্বশান্তি ও মানব কল্যানে এবং মাতৃস্মৃতি স্মরনে এই মহতী ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন। ২৭ শে ফাল্গুন সকালে শ্রী রামকৃষ্ণের কথামৃতপাঠ ও রাইরসরাজ ও জগদানন্দ লীলা মৃত পাঠের মধ্য দিয়ে দিনভর আয়োজিত ও বনগাঁর বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী নিরুপমা পাল কর্তৃক ভাগবত পাঠ এবং সন্ধ্যায় বিনাপানি সম্প্রদায়ের হরিনাম সংকীর্তন পরিবেশিত হবে। রাইরসরাজের পুত্র কাঙালের ঠাকুর শ্রী শ্রী জগদানন্দের ও শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের আশীর্বাদে আয়োজিত এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রকাশবাবু সকল গ্রাম বাসীগনের উপস্থিতি কামনা করেন।

চিরন্তনের সপ্তম নাট্য উৎসব ২০২৩

প্রতিনিধি ঃ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হলো গোবরডাঙ্গা শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটারে সপ্তম চিরন্তন নাট্যোৎসব ২০২৩। এই জাতীয় নাট্য উৎসবের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমীর সদস্য আশীষ চট্টোপাধ্যায়, গোবরডাঙ্গা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক স্বপন কুমার দাস, নাট্য ব্যক্তিত্ব জীবন অধিকারী, ধীরাজ হাওলাদার এবং চিরন্তনের কর্ণধার অজয় দাস। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক নীরেশ ভৌমিক, পাঁচু গোপাল হাজরা, দেবাশীষ সরকার, মোহাম্মদ মেহেদী সানি এবং সুপ্রভাত বিশ্বাস। উদ্বোধনী দিনে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন রেডিও এবং টেলিভিশন শিল্পী সোমা দত্ত বণিক এবং কলকাতাকে নিয়ে একটি বিশেষ কবিতা সংকলন তিনি পরিবেশন করেন। তারপরে মঞ্চস্থ হয় নাবিক নাট্যমের "পাখি" নাটকটি, যার পরিচালনায় ছিলেন জীবন অধিকারী। ইমন মাইম সেন্টারের মূকাভিনয় "চলুন ভাবি"। চিরন্তন জাতীয় নাট্য উৎসবের প্রযোজিত সাধারণ বিভাগের নাটক "নির্যাতন এবং" যার রচনা নির্দেশনা এবং অভিনয়ে ছিলেন অজয় দাস। এছাড়া নীলাদ্রি কাঞ্জিলাল, বিপ্লব মোদক, কৌশিক দাস, স্বপন বল, লক্ষ্মণ বিশ্বাস এবং শিশু শিল্পী অদ্রীশ দাস ভালো অভিনয় করেছে। দ্বিতীয় নাটক "একটি রাজনৈতিক স্বপ্ন" পরিবেশন করে গোবরডাঙ্গা মৃদঙ্গম। তৃতীয় তথা শেষ নাটক মঞ্চায়িত হয় বিহারের পাটনা থেকে আগত রং রূপ প্রযোজনা হিন্দি নাটক "পন্দ্রা ফিট লম্বি দুনিয়া" যার পরিচালনা এবং অভিনয়ে ছিলেন আঞ্জারুল হক। মৃচ্ছকটিকের "আগুনের চিঠি", পরিচালক শুভাশিস ব্যানার্জি, চাঁদপাড়া অ্যাক্টো

পরিবেশন করে " পাকে বিপাকে" পরিচালক সুভাষ চক্রবর্তী। সর্বশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় একটি পুতুল নাটক "আমার প্রকৃতি আমার ভালোবাসা" পরিচালনায় ছিলেন সোমা মজুমদার, প্রযোজনা খাঁটুরা শিল্পাঞ্জলি। এই নাট্য উৎসবের শেষ দিনে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়, বিষয় ছিল "মাইন্ড ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়ং আর্টিস্ট ইনথিয়েটার" বক্তাগণ ছিলেন নাট্যকার পরিচালক শ্রী শুভাশিস ব্যানার্জি, প্রফেসর প্রশান্ত দে, নাট্য ব্যক্তিত্ব জীবন অধিকারী। এই আলোচনা সভার সঞ্চালক ছিলেন নাট্যকার পরিচালক অজয় দাস । সব মিলিয়ে অন্যান্য বারের ন্যায় গোবরডাঙ্গা চিরন্তনের সপ্তম চিরন্তন নাট্য উৎসব ২০২৩ এক অন্যমাত্রা লাভ করে।

HALL MARK
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি-র

পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাদর আমন্ত্রণ।

বিশ্বস্ততার আর এক নাম নিউ পি সি জুয়েলার্স

- নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে সর্ব ধর্মের মানুষের জন্য ২৫০০/- টাকার সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
- আমাদের শোরুমে আছে হালকা ও ভারি আধুনিক ডিজাইনের গহনার সম্ভার।
- আমাদের মজুরী সবার থেকে কম।
- পুরনো সোনার পরিবর্তে হলমার্কযুক্ত সোনার গহনা পাওয়া যায়।
- এছাড়া প্রতিটি কেনাকাটায় পাচ্ছেন নিউ পি সি অপটিক্যাল-এর Gift Voucher
- জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরির জন্য যোগাযোগ করুন।
- সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরির জন্য পুরুষ ও মহিলারা যোগাযোগ করুন (বন্দুক সহ ও খালি হাতে— উভয়ের জন্য)।
- Employee দের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।

দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিং-এর জন্য নিউ পি. সি. জুয়েলার্স-এ এসে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স, বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ, বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি, মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

এখানে সু-চিকিৎসকের পরামর্শে কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। আধুনিক মানের চশমার ফ্রেম, গ্লাস ও লেন্সের বিশাল সম্ভার।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়
কার্টিজ রিফিল করা হয়।

UNICORN
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

Future India Logistics
WE CARRY YOUR TRUST
Tapabrata Sen
Proprietor
LOGISTICS
7501855980 / 7001727350
futureindialogistics@yahoo.com
Subhasnagar, Bongaon
North 24 pgs, PIN- 743235
TRANSPORT SHIPPING & LOGISTICS SOLUTIONS

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9647791986 / 7076271952**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in **Sub- Editor- Haridas Golder** **Editor- Utpal Mallick**